১৯-০৯-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ছাত্র, কোনো অবস্থাতেই তোমাদের একদিনও পড়া মিস করা উচিত নয়, পড়বে লিখবে তবেই তো নবাব হতে পারবে ।"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চাদের মুরলীর ওপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন আছে তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- যারা মনযোগ সহকারে রোজ মুরলী শোনে তারা খুব ভালোভাবে জানে - বাবা কে এবং কি কেননা বাবার মহাবাক্য হলো যে ....আমি যা বা যেমন, কোটির মধ্যে কয়েকজনই আমাকে সেভাবে চিনতে পারে । যদি পড়ায় মনযোগ না থাকে তাহলে বুদ্ধিতে এই কথা বসে না যে এই শ্রীমত ভগবান দিচ্ছেন । তারা কখনো শুনবে আবার কখনো শুনবে না । তাদের বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায় । তারা বাবার নির্দেশে চলতে পারে না ।

গীত :- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এসো.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন বোঝে যে, আমরা হলাম জ্ঞান সাগরের সন্তান, এই জ্ঞান সাগরের দ্বারাই আমরা এখন এই সৃষ্টিচক্রের বা নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছি । দুনিয়াতে তো আর কোনো মানুষ নেই যাদের বুদ্ধিতে এই নাটকের জ্ঞান আছে । তোমাদের মধ্যেও সকলে এক ধরনের জানে না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড । এই ভারতই সত্যখণ্ড এবং মিথ্যাখণ্ড হয় । সত্যখণ্ডকে স্বর্গ আর মিথ্যাখণ্ডকে নরক বলা হয় । এখানে কোনো কোনো বাচ্চা ভাবে যে, এই জ্ঞান তো আমরা রোজই শুনি । এ থোড়াই কোনো নতুন কথা । এই জ্ঞানকে তারা সম্পূর্ণ ধারণ করে না । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ছাত্র । একদিনও পড়া মিস করা চলবে না । এই পড়া হলো মহামূল্যবান । কেউ যদি অসুস্থও থাকে তাহলেও এখানে এসে বসলে, মহাবাক্যই তো শুনবে, তাই না । শুনতে শুনতে যদি প্রাণ শরীর থেকে বেরিয়েও যায় তবুও অনেক উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়া এ হলো বড় হাসপাতাল । রাতদিন এই পড়ার অনেক শখ থাকা চাই । মাতা - পিতারও তো রাতদিন এই শখ আছে, তাই না । ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন । ভগবানউবাচঃ -- হে বাচ্চারা, তোমরা তো খুব ভালোভাবেই জানো - তোমরা তো বলবে এই লড়াই ৫০০০ বছর আগেও হয়েছিলো । আগে তোমরা জানতে না কিন্তু এখন বাবা বুঝিয়েছেন তাই সব বুঝতে পারো । তাই ছাত্রদের কাজই হলো যে জ্ঞান তোমরা পেয়েছো, তাকে ধারণ করা । এখানে মুখ্য বিষয়ই হলো পবিত্রতার । আত্মা তো আয়রণ এজে এসে কালো হয়ে গেছে - খাদ জমা হয়েছে, তাকে এবার বের করতে হবে । তোমাদের আত্মাদের ভিতরে এই খেয়াল আসা উচিত । শিববাবা আমাদের সাথে কথা বলছেন । তাই আত্ম - অভিমানী হতে হবে । আত্ম - অভিমানী এখানে পরমপিতা পরমাত্মাই বানান আর কারোরই এমন শক্তি নেই যে আত্ম - অভিমানী হয়ে বসে তোমাদের বোঝাবে । যদিও তারা বলে আমিই ঈশ্বর, আমিই অমুক । কিন্তু কিছুই জানে না । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা সারা সৃষ্টি চক্রের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি । ধারণা করাতেও নম্বরের ক্রম আছে । শুধু এখানেই নয়, যেখানে সেন্টার আছে, সেখানেও এই নম্বরের ক্রম আছে । ছাত্ররা কেউই এক সমান হয় না । কেউ মাসে ২০ দিন আসে কেউ আবার ঠিকঠাক আসে । যেখানেই তোমরা যাও না কেন , সেখানেও রেগুলার হতে হবে । মুরলী না পড়লে অ্যাবসেন্ট করে দেওয়া হয় । যদি তারা সেন্টারে আসে বা মুরলী পড়ে তাহলে অ্যাবসেন্ট করা হয় না । আর কোনো স্কুলে এমন হয় না । এখান থেকে বাইরে গেলে তাদের কিছু

না কিছু পড়ার জন্য দেওয়া হয় । যদি কেউ হাসপাতালে থাকে তোমরা সেখানে গিয়েও মুরলী শোনাতে পারো । এ হলো খুব মূল্যবান জ্ঞান । এ তো তোমরা জানো -- এখন তোমরা যত বাবার কাছে থাকবে কল্প কল্পান্তরেও তেমনই বাবার কাছে থাকবে । এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ পড়া, এতে খুবই মনযোগের প্রয়োজন । এমন অনেক বাচ্চা আছে যাদের মায়া একেবারে নাক ধরে নেয় । তবুও স্মরণে থাকে না যে আমি গড ফাদারের ছাত্র । গায়ন আছে যে গজকে গ্রহ খেয়ে ফেলেছিলো । এ এখানকারই কথা । কুসঙ্গ হওয়াতে ফসল সমৃদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে নষ্ট হয়ে যায় । খুব অল্পরাই আছে যারা মনযোগ দিয়ে পড়ে । বাবা বলেন, আমি যে বা যেমন, বিশেষ কেউই আমাকে বুঝতে পারে । যারা পড়ে না তাদের কোনো কথা বললে এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয় । ভগবান আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন.... একথা বুদ্ধিতে থাকে না । সম্পূর্ণ যোগ না হওয়ার কারণে মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দেয় । তারা এই দণ্ড পায় কারণ তারা বাবার নির্দেশ অনুযায়ী চলে না । বাবা বলেন যে আমি এত দূর থেকে এসেছি তোমাদের পড়াতে । তোমরা তো শ্রীমত মানো না তাহলে তোমাদের কি গতি হবে । ভগবান নিজে বসে পড়ান । তিনি আজ্ঞা দেন । এমন নয় যে তিনি প্রেরণা দেন, এখানে প্রেরণার কোনো কথাই নেই । এই নাটক তো বানানোই আছে । এ হলো অনাদি । এ তো পতিত মানুষ বলে যে পরমাত্মার প্রেরণাতেই এই কাজ হয় । কিন্তু এমন তো হয় না । এই নাটকের রহস্য কোনো সাধু - সন্তও জানে না । বাবা আগেও বলেছিলেন -- বিষ্ণুর এক বিরাট রূপের বড় চিত্র বানাও । দুনিয়ার মানুষ তো ভুল চিত্র বানায় । দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রও দেখানো হয় । কোনো জ্ঞানই সম্পূর্ণভাবে জানে না । শুধু এমনিতেই বলে দেয় - অর্থ কিছুই বোঝে না । বিরাট রূপ খুবই বিখ্যাত । তাও বড় বানানো উচিত । যদিও আমাদের এই চিত্রতেও আছে - ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র । কিন্তু বাবা বলেন যে বিষ্ণুর চিত্র বানানো উচিত । ওপরে টিকিও দেওয়া চাই । শিববাবাকেও ওপরে রাখা চাই । তিনি হলেন তারার মতো । এরপর ব্রাহ্মণদের টিকি । ইংরাজীতেও লেখো - এই বি.কে ব্রাহ্মণ বর্ণ হলো এক জন্মের । এ হলো মহামূল্যবান জন্ম । এ হলো লিপ জন্ম এবং লিপ যুগ । এ হলো উচ্চ থেকে উচ্চতর যুগ, এই যুগকে কেউই জানে না । কোনো শাস্ত্রতেও এই যুগের কথা নেই । পতিত - পাবন বাবাকে যখন ডাকে এর অর্থ তো এ হলো কলিযুগের অন্ত । সঙ্গমযুগ তো কেউই জানে না । বাবা বলেন - এও বোঝাও । ব্রাহ্মণ জন্ম হলো এক জন্ম আর দেবতা জন্ম জন্ম এত আর এত সময়ের । তোমরা খ্রিস্টিয়ানদেরও দেখাও - দু হাজার বছর আগে । এরপর সবার পার্ট পুরো হয়ে আসে তাই সব পরিষ্কার করে লেখা চাই । ব্রাহ্মণ বর্ণ , দেবতা বর্ণ তারপর ক্ষত্রিয় বর্ণ রামরাজ্য । এখন তো সবাই শূদ্র বর্ণের । বিরাট রূপ দেখাতে হবে । এই সম্পূর্ণ খেলা ভারতের ওপরই বানানো আছে । ভারতই পবিত্র আর ভারতই পতিত হয় । বাকি সবই বাইপ্ল্যাট, তাদের এই বর্ণের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই । বাবা ভারতের মহিমা বুঝিয়ে বলেছেন । এ হলো অবিনাশী খণ্ড যার বিনাশ হয় না । এও তোমরা জানো যে বরাবর সত্য যুগে আর কোনো খণ্ড থাকে না । এই সমস্ত পরে হয়েছে । আবার সব শেষ হয়ে যাবে । ভারতই অবিনাশী খণ্ড থাকবে বাকি সবই শেষ হয়ে যাবে । নাম নিশানও তার হারিয়ে যায় । এই জ্ঞান এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে আর কেউই জানে না । ভারত একসময় পবিত্র থেকে পবিত্র খণ্ড ছিলো । ভারতকে বলা হতো ধর্মক্ষেত্র । দান - পুণ্য এখানে যা হতো আর কোথাও তা হতো না । এখানেই তোমাদের আবার নতুন করে বিশ্বের মালিকত্বের আশীর্বাদী বর্সা দেওয়া হয় । তোমরা এত উঁচু বর্সা নিয়ে থাকো । তোমাদের এই আশীর্বাদী বর্সা একসময় ছিলো তারপর হারিয়ে গেছে । হার - জিত তো হয়, তাই না । তোমরা এখন জানো যে আমরা এখন জিতছি এরপর আবার হারবো । এই হার এবং জিতের রহস্য বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকবে । কেমনভাবে আমরা জিত পাই আবার কেমনভাবে হেরে

যাই । সত্যযুগে এই জ্ঞান থোড়াই থাকে । সেখানে তো প্রালব্ধ ভোগ করে । এই রাজ্য আমরা কোথা থেকে নিয়েছিলাম -- সেও ওখানে জানতে পারবো না । এখনই বাবার দ্বারা তোমরা নলেজফুল হও । এই জ্ঞানের আধারেই তোমরা সেখানে প্রালব্ধ পাও । এই নাটকের রিল ঘুরতে থাকে যা ইমার্জ হয় সেই অনুসারে তোমাদের অভিনয় চলতে থাকে । ৮৪ জন্মের অভিনয় এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । আত্মা কতো ছোটো -- তাতেই সমস্ত পার্ট ভরা আছে, যা রিপিট হতে থাকে । একেই প্রকৃতি বলা হয় । এই প্রকৃতিকে কেউই জানে না । এতো ছোটো আত্মাতে কত বড় পার্ট ভরা আছে যা কখনোই বিনাশ হয় না । এই বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধিই আমাদের বিনাশের প্রবন্ধ করছে । তোমরা আত্মারা উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করছো । তারা বোঝায় -- আমরা এখন তারা এবং চাঁদের কাছাকাছি এসেছি, চাঁদে জমি নেবো । তারা এই আবিষ্কারকে খুব গুরুত্ব দেয় । আমরা তো বলি এইসব আমাদের মৃত্যুর জন্যই তৈরী হচ্ছে ।

তোমরা বাচ্চারা জানো -- এইসব তৈরী হচ্ছে স্বর্গের গেট খোলার জন্য । এই লড়াই ছাড়া স্বর্গের গেট কিভাবে খুলবে ?পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো হওয়া চাই, তাই না । এই কথা বিদ্বান, পণ্ডিত ইত্যাদি থোড়াই জানে । এইকথা তোমরা জানো যে নাটকের নিয়ম অনুসারে এ সবই নিহিত আছে । তাই বাচ্চারা তোমাদের এই পড়া পড়তে হবে । কেউ কেউ তো শুনতে শুনতে, পড়তে পড়তেই শেষ হয়ে যায় । কেউ তো এমনভাবে বসে থাকে যে শোনেই না । নিজের ধারণা হলেই তো অন্যকে বোঝাতে পারবে । ধারণাই যদি না হয়, সেবাই যদি না করো তাহলে কি পদ পাবে - হ্যাঁ স্বর্গে যাবে । রাজত্বে আসবে কিন্তু সবাই তো আর রাজা হবে না । পড়লে ....লিখলেই নবাব হতে পারবে । যারা পড়বে না বা পড়াবে না তারা অন্যের কাছে নত হয়ে যাবে । এ তো হতেই হবে । সেখানে গিয়ে চাকরী করবে । রাজত্বে আসবে কিন্তু চাকরী করবে । প্রজা তো অনেকই হয় । লাখের আন্দাজে প্রজা তৈরী হয়, তাদেরও তো সেবক থাকবে । প্রদর্শনীতে তো অনেকেই শুনবে । কিছু না কিছু তাদের বুদ্ধিতে বসবেই । তারাই আসবে যারা স্বর্গে থাকবে । সন্ন্যাস ধর্মের লোকেরা থোড়াই আসবে । যারা অল্প কিছু শুনবে তারা প্রজাতে চলে আসবে । যোগ তো করেই না, তাই বিকর্মও বিনাশ হয় না তাই পদ কোথা থেকে পাবে ? তাই বাচ্চাদের সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলা হয় । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । স্থাপনা তো অবশ্যই এই সঙ্গমে হবে, তাই না । বাবা বলেন আমি আসি কল্পের এই সঙ্গম যুগেই । দুনিয়ার মানুষ যুগে - যুগে লিখে দিয়েছে । তাও চার যুগ বা পাঁচ যুগ বলো, কিন্তু এতো অবতার কেন দেখানো হয়েছে । পরশুরাম অবতার, কচ্ছ - মচ্ছ অবতার, পরশুরাম অবতারের জন্য আবার দেখানো হয়েছে ...কুড়ল দিয়ে সব ক্ষত্রিয়দের মেরে ফেলেছে । বাবা বলেন -- এ কি করে হবে । ভগবান কি এমন হিংসার কাজ কুড়ল দিয়ে করতে পারে ? মানুষ যা শোনে তাই সত্যি সত্যি করতে থাকে । অসত্য কথাকেও তারা সত্য মেনে নেয় । বাবা বলেন এই সব কথাই অসত্য । কোনো কথাই সত্য নয় । কাউকে বললেই সে বিগড়ে যায় । বাবা বলেন বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করো । ইঁদুর এমন বুদ্ধি করে দংশন করে যে সম্পূর্ণ মাংস খেয়ে নেয় কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না । বাচ্চারা তোমাদের অনেক যুক্তি করে চলা দরকার । বাবা তো খুব ভালোভাবে বোঝান কিন্তু কেউ ধারণাই করতে পারে না । মুখ্য বিষয় হলো একটাই । বাবা বলেন, আমাকেই স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্মের বোঝা শেষ হয়ে যাবে । যোগ অগ্নি ছাড়া এই খাদ বের হবে না । না হলে কড়া সাজা খেতে হবে । তোমাদের তো পাস উইথ অনার হতে হবে । প্রজা তো অনেক হয়, নম্বর অনুসারে । বাকি রাজা হওয়ার জন্য পরিশ্রম চাই । শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে । অনেকেই চলতে চলতে পড়া ছেড়ে দেয় । আরে , গড ফাদার বসে আছে, যেখানে এই জীবন সেখানে তো জ্ঞান অমৃত পান

করতেই হবে । এ হলো ঈশ্বরীয় পড়া । পড়তে পড়তেই নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হয়ে যাবে । ক্লাস, নম্বর অনুযায়ী ট্রান্সফার হবে । এও সম্পূর্ণ পুরুষার্থের ওপর । মানুষ বলে ...হে পতিত পাবন এসো, তাহলে অবশ্যই এই কলিযুগের অন্তিম সময় হবে, তখনই আসবেন । বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান । দুনিয়াতে অন্ধ বিশ্বাস থাকার কারণে, যে যা শোনায় তাই সত্যি সত্যি করতে থাকে । কিছুই বোঝে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার আজ্ঞার অমান্য করা যাবে না । কুসঙ্গ থেকে বাঁচতে হবে । রোজ অবশ্যই মুরলী পড়তে বা শুনতে হবে ।

২) বিকর্মের বোঝা সমাপ্ত করার জন্য বাবার স্মরণে থাকতে হবে । যতদিন বাঁচবে -- জ্ঞান অমৃত পান করতে থাকবে ।

বরদান :- শুভ ভাবনা আর শ্রেষ্ঠ ভাব দ্বারা সকলের প্রিয় হয়ে বিজয় মালায় থেকে বিজয়ী হও ।

যে, যেভাবেই বলুক বা চলুক না কেন তুমি কিন্তু সর্বদা প্রত্যেকের প্রতি শুভ ভাব, শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করো, এতে বিজয়ী হও তাহলেই মালায় গ্রথিত হওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে, কেননা সকলের প্রিয় হওয়ার সাধন হলো সম্বন্ধ এবং সম্পর্কে প্রত্যেকের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করা । এমন শ্রেষ্ঠ ভাবধারীরা সদা সকলকে সুখের দান করবে আর সুখ নেবে । এও হলো সেবা তথা শুভ ভাবনা, মনের সেবার শ্রেষ্ঠ সাধন । তাই এমন যারা সেবা করে তারা বিজয় মালার মণি হয়ে যায় ।

স্লোগান :- কর্মে যোগের অনুভব করাই হলো কর্মযোগী হওয়া ।